আলমডাঙ্গায় ৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর গাফ্ফারের নির্বাচনী গণসংযোগ

আলমডাঙ্গার এরশাদপুর ৫ নং ওয়ার্ডে আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে কাউন্সিলর পদ-প্রার্থী আব্দুল গাফ্ফারের গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৫ টার দিকে এরশাদপুর গ্রামের বিভিন্ন পাড়া ও মহল্লায় গণসংযোগ করেন।

এ সময় কাউন্সিলর প্রার্থী আব্দুল গাফ্ফার ওয়ার্ড বাসীর সাথে কুশোল বিনিময় ও ভোট চান ।

গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন আরিফ, আসাবুল, লতিফ, মনিরুদ্দিন, ইসরাইল হোসেন, বেল্টু, মুকুল, কছিমদ্দিন, আব্দুর রশিদ, মারজুল, রেজাউল, মানিক মালিতা, রতন মালিতা, লাল্টু, সিহাব, সাকিব, রুহুল, নাইমুর, আশিক, আলিফ, মানিক, প্রমুখ।

দামুড়হুদায় মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগ

মোক্তারপুর গ্রামের পুরাতন জামে মসজিদ কমিটির টাকা আত্মসাৎতের অভিযোগ উঠেছে সাধারণ সম্পাদক আক্কেল হুজুরের বিরুদ্ধে।

জানা গেছে, আক্কেল হুজুর দামুড়হুদা উপজেলার মোক্তারপুর গ্রামের পুরাতন জামে মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন দীর্ঘ ১৪ বছর যাবৎ। বেশ কিছু দিন যাবৎ কমিটির আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করতে বললে কমিটির সাধারণ সম্পাদক আক্কেল জানান,

কমিটিতে মাত্র ১২ হাজার টাকা আছে।

এ সময়ে কমিটির বাকি সদস্যরা বলেন, কেন এতো কম টাকা থাকবে। সপ্তাহে মসজিদে জুম্মার দিনে মুসুল্লিদের দেওয়া দানের টাকা, মসজিদের নারিকেল গাছের ডাব বিক্রয়ের টাকাসহ বিভিন্ন মানুষের দেওয়া দানের টাকার হিসাব কেন খাতাতে উঠানো নেই।

মাঝে একবার হিসাব নিতে গিয়ে তিনি যে খাতার হিসাব দেখিয়েছেন তা তিনি মনগড়া লিখে নিয়ে এসেছিলেন তাও দু একদিনের কেনা নতুন খাতা। বেশ কিছু হিসাব ঐ খাতাতে লেখা ছিলো না। মসজিদের আগের হিসাবের খাতাটি দেখাতে বললেও তিনি দেখাতে পারেন নি।

এরই মধ্যে কমিটির সাধারণ সম্পাদক আক্কেল হুজুর উপস্থিত সকলকে বলেন, আমি মনে করে দেখি এমন কোন হিসাব আছে কি যা হিসাবের খাতায় তোলা নেই। পরবর্তীতে ১২/০১/২০২০ তারিখে কমিটির সকল সদস্যসহ স্থানীয় মুরুব্বিদের উপস্থিতে টাকা আত্মসাৎ কৃত কমিটির সাধারণ সম্পাদক আক্কেল হুজুর জানান, সেদিনের হিসাব একটু ভুল ছিল কমিটিতে মোট ৪০ হাজার টাকা অবশিষ্ট রয়েছে।

এ সময় উপস্থিত সকলে জানান, কমিটিতে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা থাকার কথা, উপস্থিতের মাঝে অনেকেই সে সময় বলেন, আমি তো এ বছরে নিজেই টাকা দান করেছি প্রায় ৪০ হাজারের মতো। যেহেতু দানের টাকয় মসজিদের বিল্ডিংয়ের কাজ করা হয় নি সেহেতু ১৪ বছরের উত্তলন করা সব টাকায় থাকার কথা। মসজিদের বিল্ডিংয়ের সকল কাজ ভুট্টা ও পাটের সময় গ্রামবাসীর দানকৃত টাকা দিয়েই হয়ে থাকেন।

স্থানীয় সচেতন মহল বলছেন, আক্কেল হুজুর আমাদের এ মসজিদে দীর্ঘ ১৪ বছর একটানা কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দ্বায়িত্ব পালন করে আসছিলো। তিনি দ্বায়িত্বে থাকা কালে মুরসুল্লিদের দেওয়া টাকা, মসজিদের গাছের ডাব বিক্রির টাকাসহ বিভিন্ন দানের টাকা তিনি আত্মসাৎ করে আসছিলেন। টাকার হিসাবের গড়মিলের সমাধানের জন্য বার বার সমাধানের চেষ্টা করা হলেও সমাধানে না আসায় ঝুঁলে ছিল।

বিষয়টি গ্রামে জানাজানির এক পর্যায়ে কমিটিসহ মুসুল্লিদের চাপাচাপির ফলে আক্কেল জানান সকল খরচের পরে ১২ হাজর টাকা অবশিষ্ট রয়েছেন।

এ বিষয়ে কমিটির সদস্যরা বলেন, কমিটিতে টাকা থাকার কথা প্রায় ৪ লাখের মতো। পরে তিনি থাতা পত্র ঘাটাঘাটি করে বলেন না হিসাবে ভুল

ছিল কমিটিতে ৪০ হাজার টাকা আছে।

এবিষয়ে কমিটির সহ-সভাপতি মিসকাত আলী মাস্টার বলেন, আমি গত কয়েক মাস ধরে মসজিদ কমিটির সহ- সভাপতি হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করছি। কমিটির সকল সদস্যসহ গ্রামবাসী মসজিদের হিসাব নিতে গেলে হিসাবে বড় আকারের ক্রুটি পরিলক্ষিত হয়। আমি কমিটিতে আসার পর রেজুলেশনসহ আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের জন্য বলি এবং আগের হিসাব দেখাতে বলি। কমিটির সাধারণ সম্পাদক আক্কেল তা দেখাতে পারেন নি।

পরে তিনি ১২ তারিখের মিটিংয়ে সঠিক হিসাব না দিতে পারলে উপস্থিত সকলকে বলেন, আমাকে একটা ব্যবস্থা করে দেন।

এ সময় উপস্থিত সকলের সিদ্ধান্তে আক্কেলকে ৫ লক্ষ টাকা মসজিদ কমিটির হিসাবে দিতে বললে তিনি তাতে রাজি না হওয়ায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার রাজি হন। তবে তিনি টাকা পরিষদ না করে আত্মগোপনে রয়েছেন।

আমাদের গত তিন সপ্তাহে মসজিদ থেকে ১৯ হাজার টাকা আয় হয়, সেহেতু দীর্ঘ ১৪ বছরে কম করে হলেও তিনি প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার মতো টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে মনে করছি।

এ বিষয়ে মোক্তারপুর গ্রামের নজরুল মাস্টার, আঃ রাজ্জাক, সাবেক মেম্বর আক্কাচ আলী, জাফিরুল মাস্টার, আনছার মোল্লা, আওয়াল, আমির ফন্দি, লুৎফর মাস্টার, সাইদুর রহমান(টোকন), হাফিজুর, সামাদসহ গ্রামবাসীরা কমিটির সহ-সভাপতি মিসকাত মাস্টারের সাথে একমত হয়ে জানান, আল্লাহর ঘরের দানের টাকা নিয়ে আক্কেল হুজুরের এধরণের আচরণ খুবই দুঃখ জনক।

এটা মেনে নেওয়া একজন মুমিনের পক্ষে কষ্টকর। শুনলাম আক্কেল হুজুর নাকি গ্রামে মেম্বারের ভোট করবেন, তিনার মতো মানুষ জনপ্রতিনিধি হলে জনসাধারণ সেবার পরিবর্তে হয়রানির স্বীকার হবেন।

দামুড়হুদায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের কম্পিউটার প্রদান

দামুড়হুদা উপজেলার ৮ টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের এলজি এসপির অর্থায়নে আটটি কম্পিউটার প্রদান করেছেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু ।

গতকাল সোমবার বেলা ১২ টার দিকে উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে এই কম্পিউটার বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার ৮ টি ইউনিয়নে কাজের গতি বাড়ানোর লক্ষ্যে এলজি এসপির অর্থায়নে কম্পিউটার দেওয়া হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এস এম জাকারিয়া আলম, হাউলী ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্টু, কুড়ালগাছি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহ এনামুল হক ইনু, জুড়ানপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, নতিপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইয়ামিন ও নাটুদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম।

আলমডাঙ্গায় মেয়র প্রার্থীর বিনিময়

আলমডাঙ্গা পৌর নির্বাচনে নৌকার মেয়র প্রার্থী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব হাসান কাদির গনু মত বিনিময় সভা করেছেন। তিনি গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় পৌর এলাকার ২ নং ওয়ার্ডে এ মতবিনিময় সভা করেন।

মত বিনিময় সভায় হাসান কাদির গনু বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে নৌকা প্রতীক দিয়েছে। এই নৌকা আমার একার না এটা আপনার আমার মার্কা, ছেলুন ভাইয়ের মার্কা।

বেশ কয়েকটি রাস্তার কাজ সম্পন্ন করেছি। আরো ৩৩ টা কাজ চলমান রয়েছে। এসব উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে নৌকা মার্কায় ভোট দিন। তিনি বলেন, আমাদের অভিভাবক জেলার বর্ষিয়ান নেতা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন ভাইয়ের নেতৃত্বে আগামীতে সকল উন্নয়ন মূলক কাজ করা হবে।
তাই দলের সকল স্তরের নেতা কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নৌকা মার্কার বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।

২নং ওয়ার্ডের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল হক, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হামিদুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মেদ ডন।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক কাজী খালেদুর রহমান অরুনের উপস্থাপনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সরকারি ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, ২নং ওয়ার্ড সম্পাদক মজিবুল হক, সাংগাঠনিক সম্পাদক রেজাউল, যুগ্ম-সম্পাদক আব্দুল মজিদ, আওয়ামী লীগ নেতা ওলিউল্লাহ খান, শ্রী রতন কুমার, সিলকন জোয়ার্দার, শ্রী কৃষ্ণ, মজিদ মিয়া, আব্দুল মাজেদ ভূঁইয়া, হাসিবুল, সাফিন, উপজেলা যুবলীগের সদস্য জী চন্দন, পৌর যুবলীগের সদস্য শ্রী লক্ষন, নুর আলম, সাংগাঠনিক সম্পাদক বাপ্পি, আব্দুল্লা, বক্কর, বাদশা, কামরুল, চান্দ মিয়া, আতিয়ার মল্লিক বাবলু, সিরাজুল হক, পলাশ, শিশির, সাখাওয়াত হোসেন, সাওন আলী ও শাহিন আলী।

দামুড়হুদায় দলিত সম্প্রদায়ের মাঝে সরকারি কম্বল বিতরণ

দামুড়হুদায় দলিত সম্প্রদায়ের ৬০ জন নারী-পুরুষের মাঝে সরকারি কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর ২টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কম্বলগুলো বিতরণ করা হয়।

দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের সভাপতিত্বে কম্বল বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থেকে উপজেলা চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু কম্বল বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আশরাফ আলি, উপজেলা নির্বাহী অফিসের নাজির ওমর ফারুক, চুয়াডাঙ্গা জেলা দলিত সম্প্রদায়ের সভাপতি শোভন দাস, উপজেলা যুবলীগ নেতা হাবিবুর রহমান হাবীব, দামুড়হুদা উপজেলা দলিত সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন দাস, উপজেলা নির্বাহী অফিসের অফিস সহায়ক রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা হাতিকাটা মোড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামী-স্ত্রী নিহত

ফ্রিজ কিনে আর বাড়ি ফেরা হলো না মাসুম ও তার স্ত্রীর। মেহেরপুর সদর উপজেলার গহেরপুর গ্রামের মাসুম (৪০) ও তার স্ত্রী দুইজন একসাথে চুয়াডাঙ্গা সদরে ফ্রিজ কিনতে এসেছিলেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার গহেরপুর গ্রামের মৃত আদম আলী মাস্টারের ছোট ছেলে মাসুম।

চুয়াডাঙ্গা সদরের হাতিকাটা মোড়ে গতকাল সোমবার সন্ধ্যার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মাসুম ও তার স্ত্রী চুয়াডাঙ্গায় ফ্রিজ কেনা শেষ করে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলে হাতিকাটা মোড়ে মোটরসাইকেল ও আলমসাধুর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এবং ঘটনাস্থলেই নিহত হন মাসুম।

সেই সাথে মাসুমের স্ত্রী গুরুতর আহত হলে স্থানীয় লোক জন তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তার শরীরের অবনতির কারণে তাকে রাজশাহী মেডিক্যালে রেফার্ড করেন। কিন্তু রাজশাহী মেডিক্যালে নেওয়ার পথেই মাসুমের স্ত্রী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় স্কুল ছাত্রীকে মারপিট, থানায় অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় স্কুল ছাত্রীকে মারপিটের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় গতকাল রবিবার স্কুল ছাত্রীর মা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে।

ঘটনাটি গতকাল রবিবার বিকেল ৫টার দিকে হলুদপট্রির আজিরণ মোড়ে ঘটে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামের শাখাওয়াত হোসের মেয়ে ১০শ্রেণীর ছাত্রী সুরাইয়া খাতুনকে দীর্ঘদিন যাবৎ একই গ্রামের স্ট্রেয়ারিং গাড়ি চালক মিন্টুর ছেলে মারুফ প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসে।

তার প্রেমে সাড়া দেয়নি স্কুল ছাত্রী সুরাইয়া খাতুন। এরই সূত্র ধরে গতকাল রবিবার আলমডাঙ্গা আলিয়া মাদ্রাসা পাড়ার আশরাফুল স্যারের নিকট প্রাইভেট পড়ে বিকেল ৫ টার দিকে সুরাইয়া বাড়ি ফিরছিলো।

বখাটে মারুফ পৌর এলাকার হলুদপট্রির আজিরণ মোড়ে অবস্থান করছিলো। সুরাইয়া আজিরণ মোড়ে পৌঁছালে মারুফ তার স্কুল ব্যাগ টানাহেঁচড়া করতে থাকে। সে প্রতিবাদ করলে স্কুলছাত্রীকে বেধড়ক মারপিট করে। এই ঘটনায় স্কুল ছাত্রীর মা বাদি হয়ে মারুফের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন।

সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে উঠে পড়ে লেগেছে মারুফের পরিবার। রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আপোশ-মীমাংসের চেস্টা চলছিলো।

আলমডাঙ্গা পৌর ১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী আলাল উদ্দীনের মনোনয়ন পত্র জমা

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে ১ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর হিসেবে নমিনেশন জমা দিলেন আলাল উদ্দিন।

গতকাল রবিবার বিকেল ৩ টার দিকে প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীদের উপস্থিতির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে এ নমিনেশন পত্র জমা দেন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এ,এজি,এম মোস্তফা ফেরদৌস এর নিকট।

কাউন্সিলর প্রার্থী আলাল উদ্দিন বলেন, বিগত আপনাদের ১ নং ওয়ার্ডে কাউন্সিলর হিসেবে ১০ বছর দায়িত্ব পালন করছি। ওয়ার্ডবাসীর সুবিধার্থে উন্নয়ন ও সেবায় সর্বদা নিয়জিত ছিলাম এবং আগামীতেও থাকবো।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, স্টেশন পাড়া থেকে শাহীন, রোহান, অপু, আশরাফুল, মুন, শফিকুল, আবির, রোমিও, শাহীন, মামুন, রুবেল, রিজভী, থানাপাড়া ও মাঠপাড়ার হাসান, প্রকাশ, তপু, রাচেল, পিয়াস, জিয়া, বাঁধন, আলো, শাকিল শাওন, রনি, পল্লব, পাপ্পু, তৌফিক, তুষার, রোকন, সুরুজ, আলমগীর, মোমিন, অনিক প্রমুখ।

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে ৪ প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র জমা

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ দিন মেয়র পদে ৪ জন, সংরক্ষিত আসনে ১৩ জন ও সাধারণ কাউন্সিলর পদে ৩৭ জন মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।

গতকাল রোববার বিকেল ৫ টা পর্যন্ত মেয়র পদে আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব হাসান কাদির গনু, বিএনপির মীর মহিউদ্দিন, স্বতন্ত্র এম সবেদ আলী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক মনোনয়ন পত্র জমা দেন।

বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদির গনু দলীয় অফিস থেকে নেতা কর্মীদের নিয়ে নির্বাচন অফিসে যান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী খালেদুর রহমান অরুন, আতিয়ার রহমান, পৌর সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, পৌর যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, উপজেলা আওয়ামী লীগের ক্রীড়া সম্পাদক মহিদুল ইসলাম মহিদ, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ভাইস চেয়ার এ্যাডভোকেট সালমুন আহম্মেদ ডন, পৌর সভাপতি নয়ন সরকার, কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল হক,

কুমারী ইউপি চেয়ারম্যান আবু সাঈদ পিন্টু ডাউকি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, জেলা মৎসজীবী লীগের আহবায়ক শাহাবুল হক, উপজেলা আহবায়ক রেজাইল ইসলাম, কৃষকলীগ নেতা আজিজুল হক,বনিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, জেলা পরিষদ সদস্য মিজানুর রহমান মিজান, যুবলীগের আহবায়ক আনোয়ার হোসেন সোনাহার, মোজাম্মেল হক, আব্দুল গাফ্ফার, কৃষকলীগ নেতা সাহাবুল হক, সাজ্জাদুল হক স্বপন, মোনাউল্লাহ, প্রমুখ।

পরে নির্বাচন কর্মকর্তা এজিএম মোস্তফা ফেরদৌসের হাতে মনোনয়ন পত্র জমা দেন।

এদিকে, রবিবার বেলা ২ টার দিকে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মীর

মহিউদ্দিন দলীয় নেতা কর্মীদের নিয়ে নির্বাচন অফিসে যান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির নেতা শরীফুজ্জামান শরীফ, উপজেলা বিএনপির সভাপতি শহিদুল কাউনাইন টিলু, সাধারণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম, মীর ইসমাইল হোসেন, আনোয়ার হোসেন, সিরাজুল হক মনি, মাহাবুল মেম্বর, মহাসিন আলী, কনক, মীর উজ্জল, সামসুল হক, আয়ুব হোসেন, ইয়াকুব আলী, খাইরুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক, সেলিমুল হাবিব প্রমুখ।
পরে নির্বাচন কর্মকর্তার নিকট মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন।

অন্যদিকে, রবিবার বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু জিহাদ লাকচু, কোষাধ্যক্ষ শরীফুল ইসলাম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান রিপন, দপ্তর সম্পাদক মাসুদ সালেহীন উৎপল, আব্দুল লতিফ প্রধান প্রমুখ।

অন্যদিকে বিকেলে স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী তার কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দান করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, আলহাহ্ব মীর আনিসুজ্জামান আনু মিয়া, মীর মনিরুজ্জামার, আলহাজ রফিকুল ইসলাম মুকুল, আলহাজ শহিদুল ইসলাম মন্ডল, সেকেন্দার আলী, উপজেলা জাসদের সভাপতি মোল্লা গোলাম সরোয়ার, সিদ্দিকুর রহমান, আনিস, মন্টু মিয়া।

প্রথম বারের মত ইভিএমে ভোট হচ্ছে। আলমডাঙ্গা পৌরসভার, নির্বাচন কমিশনার উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এজিএম মোস্তফা বলেন, ইভিএম পদ্ধতিতে কোন অনিয়ম হবার সুযোগ নেই। এটা একটা স্বচ্ছ নির্বাচন পদ্ধতি। সবাই সহজেই ভোট দিতে পারবেন।

দামুড়হুদায় প্রধানন্ত্রীর প্রকল্পে অনিয়ম

দামুড়হুদায় (ক) শ্রেণীর আওতায় ভূমিহীন-গৃহহীনদের জন্য নির্মাণকৃত বসত বাড়ি নির্মাণকাজে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগে অভিযুক্ত চুক্তিবদ্ধ ওয়াকসপ মালিক ডালিম কে ৫০হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে নির্মাণকৃত ঘরের দরজায় মালামাল কম দেওয়ার অপরাধে দামুড়হুদার ওয়াকসপ মালিক ডালিম কে জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের
বিচারক দিলারা রহমান।

জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর প্রকল্প (ক) শ্রেণীর আওতায় ভূমিহীন-গৃহহীনদের জন্য দামুড়হুদা উপজেলার ৩২টি পরিবারের বসত বাড়ি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন এই কাজটি সার্বক্ষণিক দেখাশোনা করছে। ঘরের জানালা-দরজা তৈরি করার জন্য দামুড়হুদা বাজারের ডালিম এসএস ইঞ্জিনিয়ারিং কর্ণার এর পরিচালক ডালিম শেখের কাছে গুণগতমানের জানালা-দরজা তৈরির কাজ চুক্তিবদ্ধ হয়।

ডালিম প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে চুক্তি মেতাবেক মালামাল না দিয়ে প্রতিটি দরজায় ৩ কেজি করে মালামাল কম দিয়ে দরজা-জানালার কাজ শেষ করে। গতকাল রবিবার বিকাল ৩টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দামুড়হুদার হঠাৎপাড়ায় নির্মাণকৃত ঘর পরিদর্শন করতে গেলে ঘরের প্রতিটি দরজায় ৩ কেজি করে মালামাল ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ পান।

এবং সেখানে চুক্তিবদ্ধ ওয়াকসপের মালিক ডালিম কে দোষী করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ সালের ৪৬ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুল মতিন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আশরাফ আলি।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা কাজে সহযোগিতা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসের পেশকার জিহন আলি, দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ সদস্য।